# মনযিল

এই মনজিল জ্বিনের আছর, যাদু—টোনা এবং অন্যান্য কঠিন বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ পরীক্ষিত আমল যা **শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া** রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর খান্দানের বুজুর্গদের পরীক্ষিত আমলিয়াতের মধ্যে অন্যতম।

সংকলনে
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ তালহা কান্দলুবী

মোহাম্মদী কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা

# প্রকাশকের কথা

হাম্‌দ ও নাআতের পরঃ

পার্থিব জীবনই হইতেছে সুখ-দুঃখ মিলিত এক জীবন। এই জীবনে মানুষ কতই না সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সেই সকল সমস্যা হইতে পরিত্রাণের জন্য মানুষ যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকে। যাদু-মন্ত্র, জ্বিন-ভূতের আছর এবং বিপদাপদও একটি সমস্যা। খোদ মহানবী (সঃ) ইসলামের শত্রুর দ্বারা কৃত যাদু-মন্ত্রের প্রভাবে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলকে উক্ত রোগ মুক্তির লক্ষে পবিত্র কুরআনের দুইটি সুরা অবতীর্ণ করিয়াছেন। সেই পবিত্র সুরাদ্বয়ের আমলের দ্বারা রসূলুল্লাহ (সঃ) যাদুক্রিয়া হইতে মুক্তি পাইলেন। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের মৌল আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে কুরআন মজীদের আয়াত এবং হাদীছে বর্ণিত কালাম দ্বারা যাদুটোনা, জ্বিনভূতের আছর, রোগব্যাধি ও বালামুসীবত হইতে মুক্তির জন্য ঝাড় ফুঁক করা শরীআতে অনুমোদিত। কিন্তু ইসলামের পরিপন্থী কুফরী ও শিরকী কালাম দ্বারা ঝাড়ফুঁক সম্পূর্ণ হারাম। ইহা করা হইলে ঈমানই নষ্ট হয়।

বর্তমান যুগে অনেক শরীআত বিরোধী নকশা ও তাবীয ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন হইয়া গিয়াছে। বেনামাযী, বেশরাহ ও ভণ্ড ঝাড়ফুঁককারীর নিকট মানুষ যাইতে লজ্জাবোধও করে না। ইহাতে ঈমান ও আকীদার মধ্যে যে কত ক্ষতি সাধিত হইতেছে তাহা ভাবিয়াও দেখে না। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ প্রতাড়িত হইতেছে। অথচ কুরআন ও হাদীছে ইহার যথাযথ পথ নির্দেশনা



বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং মুসলমানগণকে ইসলামী শরীআতের পরিপন্থী তাবীয ও ঝাড়ফুঁকের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া শরীআত নির্দেশিত পথে তদবীর গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রঃ)-এর বিশেষ আমালিয়াত "মনযিল" নামে খ্যাত কিতাব খানা বাংলা ভাষাভাষীদের খেদমতে পেশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। এই "মনযিল" যাদু-মন্ত্র, জ্বিনের আছর ও অন্যান্য বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবার শরীআতী আমল। ইহা শায়খুল হাদীছ ছাহেবের বংশের বুজুর্গগণ "মনযিল" মুতাবিক আমল করিতেন। আর ইহার আমল অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলিয়া পূর্ববর্তী বুজুর্গগণের অভিজ্ঞতায়ও প্রমাণিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য ইহা স্মরণযোগ্য যে, দোয়া আমালিয়াত এবং ঝাড়ফুঁক ক্রিয়াশীল হইবার জন্য তদবীরকারীর মনোযোগ ও একাগ্রতার উপর নির্ভরশীল। গোনাহ হইতে মুখ যে পরিমাণ পবিত্র হইবে সেই পরিমাণ ক্রিয়াশীল হইবে। আল্লাহ তা'আলার নাম ও তাঁহার কালামের অত্যধিক বরকত রহিয়াছে। সুতরাং মুসলমানগণকে আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের নির্দেশিত আমল বাস্তব জীবনে গ্রহণের তৌফিকদিন।

আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী সাইয়্যেদ আজীজুল মাকসুদ ভাই আমাকে এই 'মনযিল' প্রকাশ করিবার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। তাহার এই অনুপ্রেরণাকে আদেশ মনে করিয়া উহা প্রকাশ করিবার উদ্যোগ নেই। আমীন!

আরজ গুজার

মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ

# "মনযিল" এর ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

**পবিত্র সুমহান আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ**

আল্লাহ তা'আলার হামদ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ ও সালামের পরঃ এই কিতাবে যেই সকল কুরআন মজীদের আয়াত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহা সমষ্টিগতভাবে আমাদের বংশধরগণের নিকট "মনযিল" নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের বংশের বুজুর্গগণ আমলিয়াত ও দোয়াসমূহের মধ্যে এই "মনযিলের" অনেক গুরুত্ব প্রদান করিতেন এবং শিশুদিগকে শৈশবকালেই এই 'মনযিল' বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন ছিল।

প্রচলিত নক্শা ও তাবীয সমূহের পরিবর্তে কুরআন মজীদের আয়াত এবং হাদীছ শরীফে যেই সকল দোয়ার কথা উল্লেখ রহিয়াছে উহা অবশ্যই অত্যাধিক উপকারী ও ক্রিয়াশীল। ফলে আমলিয়াতের মধ্যে কুরআন ও হাদীছে উল্লেখিত আমল ও দোয়ার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাইয়্যেদুল মুরসালীন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য পুরণের এমন কোন বস্তু পরিত্যাগ করেন নাই যাহার দোয়ার পদ্ধতি তিনি শিক্ষা দিয়া যান নাই (বরং



সকল প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য পুরণের দোয়া তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন)। অনুরূপভাবে কোন কোন বিশেষ আয়াতকে বিশেষ উদ্দেশ্য পুরণার্থে পড়িবার বিষয়টি মাশায়েখ তথা বুযুর্গগণের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণ রহিয়াছে। এই "মনযিল" আপদ-বিপদ, প্রেতাত্মা, জ্বিনের আছর, যাদু মন্ত্র ও অন্যান্য বিপদ মসীবত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি পরীক্ষিত আমল। এই আয়াতসমূহ কমবেশী। "আল কওলুল জমীল" এবং " বেহেশী জেওর" নামক কিতাবদ্বয়েও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আল কওলুল জীমলের মধ্যে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) লিখিয়াছেন, এই তেত্রিশ (৩৩) খানা পবিত্র আয়াত যাদু মন্ত্রের ক্রিয়াকে অপসারণ করিয়া দেয় এবং এই গুলি আমল করিবার দ্বারা শয়তান, জ্বিন, চোর এবং হিংস্র জীবজন্তুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আর "বেহেশতী জেওর" কিতাবে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) লিখিয়াছেন, যদি কাহারও উপর জ্বিনের আছর হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় তবে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া (তাবীযরূপ) রোগীর গলদেশে লটকাইয়া দিবে এবং (উক্ত আয়াতগুলি পাঠ করিয়া পানির মধ্যে ফুক দিয়া রোগীর দেহে ছিটাইয়া দিবে। আর ঘরে আছর হইলে উক্ত আয়াতগুলি পাঠ করিয়া পানিতে ফুঁক দিয়া ঘরের চারি কোণে ছিটাইয়া দেবে।)

বান্দা মুহাম্মদ তালহা কান্দলভী

বিন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ

যাকারিয়া ছাহেব।

## মন্‌যিলের সনদসূত্র

আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউসূফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় "হায়াতুছ ছাহাবা" গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের ৩৭৪ পৃষ্ঠায় এই মন্‌যিলের ফযিলত সম্পর্কে যে হাদীছ শরীফ খানা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ইমাম আহমদ, হাকিমও ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ওবাই বিন কা'ব রাযিআল্লাহু আনহু বলেনঃ একদা আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে হাযির ছিলাম। এমন সময় একজন গ্রাম্য ব্যক্তি দরবারে আগমণ করিয়া আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার এক ভাই রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তাহার কি হইয়াছে? সে বলিলঃ মনে হয় এক প্রকার মাতলামী বা মৃগী রোগ হইয়াছে। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তাহাকে আমার নিকট নিয়া আসিও। অতঃপর সে স্বীয় ভাইকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়া আসিল। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত পবিত্র আয়াতগুলি তেলাওয়াত করিয়া তাহার উপর ফুঁক দিলেন এবং উহা লিখিয়া তাহাকে ব্যবহার করিতে বলিলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই সে





সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। মনে হইতেছিল যে, ইতিপূর্বে তাহার কোন রোগই ছিল না।

এই আয়াত শরীফগুলি হইতেছেঃ সূরাতুল ফাতিহা, সূরাতুল বাকারার প্রথম চারখানি আয়াত, এই সূরারই অন্য দুইখানা আয়াত "ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুন ওয়াহিদ" এবং "লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রাহীম", আয়াতুল কুরসী, সূরাতুল বাকারার শেষ তিনখানি পবিত্র আয়াত। সূরা আলে ইমরানের দুইখানি আয়াত "শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া" সূরাতুল আরাফের এক আয়াত "ইন্না রাব্বা কুমুল্লাহুল্লাযী------" সূরায়ে বনী ইসরাইল এর একখানি আয়াত "কুলিদয়ুল্লাহা আবিদউর রহমানা ...... ", সূরাতুল মুমিনীনের শেষাংশ আফাহাসিবতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসাও ওয়াআন্নাকুম ইলাইনা লাতুরজায়ুন। ফাতাআলাল্লাহুল মালিকুল হাক্কু ---- ", সূরাতুছ ছাফফাতের প্রথম দশ আয়াত, সূরাতুর রহমানের ইয়া মা'আশারাল জিন্নে হইতে নয় খানি আয়াত, সূরাতুল হাশরের শেষের তিন আয়াত, সূরাতুল জিন্নের কুল উহিয়া কুল উহিয়া হইতে চার আয়াত, সূরাতুল কাফিরুন, সূরাতুল ইখলাছ, সূরাতুল ফালাক ও সূরাতুন্নাস।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ① الرَّحْمٰنِ

(১) যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। (২) পরম করুনাময়

الرَّحِيْمِ ② مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ③ اِيَّاكَ

অসীম দয়ালু।(৩) প্রতিফল দিবসের বাদশাহ। (৪)আমরা কেবল

نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ④ اِهْدِنَا

মাত্র আপনারই ইবাদত করি আর আপনারই সাহায্য কামনা করি। (৫) আমাদিগকে

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑤ صِرَاطَ الَّذِيْنَ

সরল পথ প্রদর্শন করুন। (৬) তাহাদের পথ যাহাদের

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

প্রতি আপনি অনুগ্রহ দান করিয়াছেন। (৭) তাহাদের পথ নহে যাহারা অভিশপ্ত

عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ⑦ ع

এবং পথভ্রষ্টও নহে।



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ

الٓمّٓ ① ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ ۚ

(১) আলীফ–লাম–মীম। ইহার মর্ম একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন (২) ইহা সেই কিতাব যাহাতে কোন সংশয়ের অবকাশ

فِيْهِ ۛ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ② الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

নাই। আল্লাহভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শক (৩) যাহারা অদৃশ্য

بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

বিষয়ের উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে আর আমি তাহাদিগকে যে রুযী দান করিয়াছি

يُنْفِقُوْنَ ③ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ

তাহা হইতে (সৎ পথে) ব্যয় করে। (৪) আর যাহারা আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের (রসূলগণের) নিকট যাহা অবতীর্ণ

اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ

হইয়াছে উহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং পরজীবনের উপর

هُمْ يُوقِنُونَ ○ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ

সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে (৫) তাহারাই নিজেদের প্রতিপালকের

رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

পক্ষ হইতে সুপথ প্রাপ্ত এবং তাহারাই সাফল্য মণ্ডিত।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

(৩) আর তোমাদের মা'বুদ, একক মা'বুদ তিনি ব্যতীত কেহই এবাদতের উপযুক্ত

الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ○

নাই, তিনি পরম করুনাময় অসীম দয়াবান।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ

৪। আল্লাহ (এরূপ যে) তাঁহার দ্বিতীয় কেহই এবাদতের উপযোগী নাই, তিনি চিরঞ্জীব, রক্ষক (সমগ্র বিশ্বের) তাহাঁকে না

سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

কোন তন্দ্রাভিভূত করিতে পারে, আর না নিদ্রা। তাঁহারই অধিকারে রহিয়াছে সমস্ত কিছুই যাহা আসমানসমূহে এবং



الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

ভূলোকে আছে। এমন কে আছে, যে তাঁহার নিকট (কাহারও তরে) সুপারিশ করিতে পারে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত?

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَ

তিনি অবগত আছেন তাহাদের বর্তমান ও অবর্তমান অবস্থাবলী সম্পর্কে

لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

আর জগতের কেহই তাঁহার জ্ঞানের কোন অংশই নিজের জ্ঞানের পরিধিতে আয়ত্ব করিতে পারিবে না; অবশ্য যে পরিমাণ (জ্ঞান

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا

দান) তাঁহার অভিপ্রায় হয়। তাঁহার কুরসী বা আসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে

يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○

এবং এতদুভয়ের রক্ষনাবেক্ষণ আল্লাহকে কোন প্রকার শ্রান্ত করিয়া তোলে না এবং তিনি মহান ঐতিহ্যবান।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ

(মূলতঃ) ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই: (কেননা) হেদায়েত সুনিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হইয়া গিয়াছে

مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ

ভণ্ডামী হইতে; অতএব যে ব্যক্তি অমান্য করে শয়তানকে

يُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয় (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে) তবে সে অত্যন্ত মজবুত কড়াই আঁকড়াইয়া ধরিল,

الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

যাহা কোন প্রকারেই ভঙ্গুর হইতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলা অধিক শ্রবণকারী অধিক পরিজ্ঞাত।

اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ

অল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের সাথী হন যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তিনি তাঁহাদিগকে (কুফরীর) অন্ধকার হইতে বাহির

الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا

করিয়া (ইসলামের) আলোকের প্রতি লইয়া আসেন। আর যাহারা কাফের হইয়া থাকে তাহাদের সাথী হয় শয়তানের দল (মনুষ্য

اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ

শয়তান হউক বা জ্বীন শয়তান হউক) উহারা তাহাদিগকে (ইসলামের) আলোক হইতে বাহির করিয়া (কুফরীর)



النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ

অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়। এরূপ লোকই দোযখবাসী হইবে (এবং)

النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

তাহারা তথায় অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ

৫। আল্লাহরই মালিকানাধীনে সকল বস্তু যাহা কিছু আসমান সমূহে আছে এবং যাহা কিছু যমীনে আছে।

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ

আর যদি তোমাদের অন্তঃকরণে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর, অথবা গোপন কর।

يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব নিকাশ লইবেন। অতঃপর (কুফরী ও শিরক ব্যতীত) যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুতে

قَدِيْرٌ ۝ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ

পূর্ণ ক্ষমতাবান। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশ্বাস রাখেন সে সকল বিষয়ের উপর যাহা তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে

مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

তাঁহার প্রভূর পক্ষ হইতে এবং মুসলমানেরাও। সকলেই বিশ্বাস

وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ

রাখেন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণের প্রতি এবং তাঁহার কিতাব ও রসূলগণের প্রতি; এই মর্মে যে, আমরা তাঁহার

بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَ

রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আর সকলেই এইরূপ বলিল আমরা (আপনার নিকট আদেশ) শ্রবণ করিলাম এবং

اَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

মানিয়া লইলাম, হে আমাদের প্রভূ! আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার প্রতিই (আমাদের সকলকে) প্রত্যাবর্তিত

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا

হইতে হইবে। আল্লাহ্ কাহাকেও বাধ্য করেন না, অবশ্য যাহা সামর্থ্যে রহিয়াছে তাহাতে।



كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا

সে ছওয়াবও পাইবে এবং শাস্তিও ভোগ করিবে যাহা সে স্বেচ্ছায় করে। হে আমাদের প্রভূ!

تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا

আমাদেরকে ধর পাকড় করিও না আমরা যদি কিছু বিস্মৃত হইয়া যাই অথবা ভুল বশতঃ করি। হে আমাদের প্রভূ!

تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ

আর আমাদের প্রতি কোন কঠোর আদেশ চাপাইবেন না, আমাদের পূর্ববর্তীগণের প্রতি যেমন

مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا

চাপাইয়া ছিলেন। হে আমাদের প্রভূ! আর আমাদের উপর এমন কোন বোঝা চাপাইয়া দিবেন না,

طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا قف وَاغْفِرْ لَنَا قف

যাহার (বহন) সামর্থ্য আমাদের মধ্যে নাই এবং আমাদের দোষ মোচন করুন আর ক্ষমা করুন

وَارْحَمْنَا قف اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى

এবং আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আপনি আমাদের প্রতিপালক অতএব আমাদেরকে প্রাবল্য

الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

দান করুন কাফের কওমের উপর।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, তাঁহার দ্বিতীয় কেহই মা'বুদ হওয়ার যোগ্য নহে এবং ফেরেশতাকুল

وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

ও এবং জ্ঞানী সমাজ ও (উক্ত সাক্ষ্য প্রদান করেন)। তিনি এমন প্রকৃতির যে, ন্যায়পরায়ন ব্যবস্থাপক, তাঁহার দ্বিতীয় কেহই মাবুদ

هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

হওয়ার যোগ্য নহে, তিনি মহাপ্রতাপশালী প্রজ্ঞাবান।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ

(হে মুহাম্মদ!) আপনি [আল্লাহর সমীপে এরূপ] বলুন, হে আল্লাহ! সমস্ত বিশ্বজগতপতি যাহাকে ইচ্ছা আপনি রাজত্ব দেন,

تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ

আর যে জন হইতে ইচ্ছা করেন রাজত্ব ছিনাইয়া লন, আর আপনি যাহাকে ইচ্ছা সমুন্নত করেন



تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ

এবং যাহাকে ইচ্ছা অবনত করিয়া দেন। আপনার কর্তৃত্বাধীনেই

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ تُوْلِجُ الَّيْلَ

সমস্ত কল্যাণ নিশ্চয়ই আপনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আপনি রাত্রি (কালীন অংশ)কে প্রবিষ্ট

فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَ

করেন দিনের মধ্যে আবার [কোন মৌসুমে] দিন [এর অংশ] কে প্রবিষ্ট করেন রাত্রির মধ্যে।

تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ

আর আপনি প্রাণী বস্তু নির্গত করেন অপ্রাণী বস্তু হইতে এবং অপ্রাণী বস্তুকে নির্গত করেন প্রাণী বস্তু

مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

হইতে [যথা– ডিম হইতে বাচ্চা এবং মুরগী হইতে ডিম ইত্যাদি] আর আপনি যাহাকে ইচ্ছা অগণিত রিজিক দান করেন।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

৮। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ্ যিনি সমস্ত আসমান

وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى

এবং জমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর প্রতিষ্ঠিত

الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

হইলেন আরশের উপর। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন এরূপে যে, সেই রাত্রি দিবসের প্রতি দ্রুত আসিয়া

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ

পৌছে; এবং সূর্য ও চন্দ্র এবং তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন এরূপে

بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ

যে, সব কিছুই তাঁহার আদেশের অনুগত, স্মরণ রাখি ও স্রষ্টা হওয়া এবং বিচারক হওয়া আল্লাহর জন্যই খাছ, আল্লাহ মহৎ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا

গুণাবলীতে পরিপূর্ণ যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। তোমরা আপন প্রভু সকাশে দোয়া করিতে থাক বিনীত ভরেও এবং চুপি

وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

চুপিও; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালবাসেন না। [যাহারা দোয়ার মধ্যে আদব বজায় রাখে না]



وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

আর ভূ-পৃষ্ঠে ফাছাদ সৃষ্টি করিও না। উহার সংস্কারের পর

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

আর তোমরা আল্লাহর এবাদত কর ভয় ভীতি ও আশা ভরসা লইয়া;

قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেক্কারদের সন্নিকটে।

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَا

আপনি বলুন, তোমরা চাই 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রহমান' নামে ডাক, যেই নামেই

تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا

ডাক বস্তুত তাঁহার অনেক উত্তম উত্তম নাম সমূহ রহিয়াছে।

تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ

আর আপনি নামাজে না অতি উচ্চঃস্বরে পড়িবেন আর না একেবারে চুপি চুপি পড়িবেন বরং

بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

উভয়ের মধ্য পন্থা অবলম্বন করিবেন, আর বলুন, সেই আল্লাহ পাকেরই সমস্ত প্রশংসা যিনি

لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ

না কোন সন্তান গ্রহণ করেন আর না তাঁহার সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে

فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ

আর না কোন দুর্বলতা হেতু তাঁহার কোন সহায়ক আছে, অতএব, স্বসম্ভ্রমে তাঁহার

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ○

মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে থাকুন।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا

তবে, তোমরা কি ইহাই ধারণা করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগকে এমনিই অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার

لَا تُرْجَعُوْنَ ○ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ

নিকট আনীত হইবে না? অতএব [প্রমাণিত হইল যে,] আল্লাহ তা'আলা অনেক মহান, যিনি প্রকৃত বাদশাহ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○ وَمَنْ

তিনি ব্যতীত কেহই এবাদতের যোগ্য নহে [এবং তিনি] আরশে আযীমের অধিপতি।



يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ

আর যে ব্যক্তি [প্রমাণিত হওয়ার পরও] আল্লাহর সহিত অন্য কোন মাবুদের এবাদত করে, তাহার নিকট যাহার স্বপক্ষে কোন

فَإِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ

প্রমাণও নাই, অনন্তর তাহার হিসাব তাহার প্রতিপালকের সমীপে হইবে [যাহার ফল হইল যে,] নিশ্চয়ই কাফেরদের সফলতা

الْكٰفِرُوْنَ ○ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ

হইবে না। [বরং তাহারা আযাবই ভোগ করিবে] আর আপনি এইরূপই বলিতে থাকুন যে, হে আমার প্রভু! ক্ষমা করুন এবং

خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○ ع

দয়া করুন, বস্তুতঃ আপনি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়াবান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ○ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ○

শপথ সেই ফেরেশতাদের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে অতঃপর সেই ফেরেশতাদের যাহারা বাধা প্রদান

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ○ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ○ رَبُّ

করে, অতঃপর সেই ফেরেস্তাদের যাহারা যিকির [তছবিহ] পাঠ করে। নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ একক সত্তা

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

তিনি আকাশ মণ্ডলী ও যমীনের প্রতিপালক এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুর; এবং উদয়াচল

الْمَشَارِقِ ○ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ

সমূহের প্রতিপালক। আমি এই দিকের আসমানকে শোভা প্রদান করিয়াছি এক বিচিত্রময় সজ্জায়

الْكَوَاكِبِ ○ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ○

অর্থাৎ নক্ষত্র রাজি দ্বারা আর সুরক্ষিতও করিয়াছে প্রত্যেক দুষ্ট শয়তান হইতে।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ

সেই শয়তানের উর্দ্ধ জগতের প্রতি কর্ণপাতও করিতে পারে না, বস্তুতঃ প্রত্যেক দিক হইতে তাহারা প্রহৃত

كُلِّ جَانِبٍ ○ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ○

হইয়া বিতাড়িত হয় এবং তাহাদের শাস্তি হইবে অবিরত। হাঁ,



اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ

কোন শয়তান যদি আচমকিতে কোন সংবাদ লইয়া পলায়ণ করে তবে একটি উল্কা পিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে।

ثَاقِبٌ ○ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ

অতএব, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন যে, ইহারাই কি গঠনে মজবুত, না কি আমার সৃজনীত

خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ○

এই বস্তুসমূহ আমি তাহাদিগকে আঠালমাটি হইতেসৃষ্টি করিয়াছি।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ

হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! তোমাদের যদি এই ক্ষমতা

تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

থাকে যে, আসমান ও যমীনের সীমা হইতে কোথাও বাহির হইয়া

فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ○ فَبِاَيِّ

যাও তবে [আমিও দেখি] বাহির হও। [কিন্তু] শক্তি ব্যতিরেকে বাহির হইতে পারিবে না। অতএব তোমরা তোমাদের

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ

প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহের অস্বীকার করিবে? তোমরা উভয় জাতির প্রতি [ কেয়ামতের দিন]

مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ

অগ্নি শিখাএবংধুম্র নিক্ষেপ করা হইবে, উপরন্তু তোমরা [উহাকে] হটাইতে পারিবেনা। অতএব, তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ

প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহের অস্বীকার করিবে? আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে এবং

وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا

এমন লাল বর্ণ হইয়া যাইবে যেন লাল চামড়া—অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহের

تُكَذِّبٰنِ ○ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ

অস্বীকার করিবে? সেই দিন কোন মানুষ ও জ্বিন হইতে তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে [আল্লাহর অবগতির জন্য] জিজ্ঞাসা করা হইবে না

وَّلَا جَآنٌّ ○ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

[কারণ তিনি সব কিছুই জানেন] অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহের অস্বীকার করিবে?



لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ

আর আমি যদি এই কোরআন কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করিতাম তবে [ হে শ্রোতা!] তুমি উহাকে

خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ

আল্লাহর ভয়ে অবনমিত ও বিদীর্ণ দেখিতে। আর আমি

الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

এই বিস্ময়কর বর্ণনা সমূহ মানুষের [উপকারের] জন্য বর্ণনা করি, যেন তাহারা ভাবিয়া দেখে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ

তিনি এমন মাবুদ যিনি ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ নাই, তিনি জ্ঞাতা অদৃশ্য বস্তু সমূহের

وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ

এবং দৃশ্য বস্তু সমূহের, তিনি বড় মেহেরবান অতি দয়ালু। তিনি

الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

এমন মাবুদ যিনি ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ নাই, তিনি বাদশাহ, [সমস্ত দোষ ত্রুটি হইতে]

السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ

পবিত্র, নিষ্কলুষ নিরাপত্তা দাতা তত্ত্বাবধায়ক মহাপরাক্রমশালী

الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

ত্রুটি সংস্কারক, মহা মহিয়ান; আল্লাহ মানুষের শিরক হইতে পূতঃ

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ

পবিত্র। তিনিই [বাস্তব] মাবুদ, সৃষ্টিকর্তা, সঠিকভাবে সৃজনকারী, আকৃতি অঙ্কনকারী, তাঁহার

الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

আছে উত্তম উত্তম নামসমূহ তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে সব কিছু যাহা আসমান সমূহে আছে

وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ع

এবং যাহা যমীনে আছে এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

আপনি [এই লোকদেরকে] বলুন আমার নিকট এই কথার অহী আসিয়াছে যে, জ্বিনদের একদল কোরআন শ্রবণ করিয়াছে,



فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ يَّهْدِىْٓ

অতঃপর তাহারা [ফিরিয়া যাইয়া] বলিল, আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শুনিয়াছি, যাহা সরল

اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ

পথ প্রদর্শন করে, সুতরাং আমরা উহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা নিজেদের প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শরীক

اَحَدًا ۝ وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ

সাব্যস্ত করিব না। আর আমাদের প্রভুর মর্যাদা অতি সমুন্নত

صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝ وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ

তিনি না কাহাকেও স্ত্রী সাব্যস্ত করিয়াছেন আর না সন্তান; পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে যে নির্বোধ

سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝

সে আল্লাহর শানে সীমা ছাড়িয়া কথা বলে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ اَعْبُدُ مَا

আপনি বলিয়া দিন, হে কাফের সম্প্রদায়! [তোমাদের ও আমার নীতিতে ঐক্য নাই] না আমি

تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ

তোমাদের উপাস্যদের আরাধনা করি আর না তোমরা আমার মাবুদের

مَآ اَعْبُدُ ۝ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا

আরাধনা কর। আর না [ভবিষ্যতেও এই নীতি বর্জন করিয়া] আমি তোমাদের

عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ

উপাস্যদের পূজা করিব, আর না তোমরাও আমার মাবুদের এবাদত

اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

করিবে। তোমরা তোমাদের বদলা পাইবে আর আমি আমার বদলা পাইব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝

আপনি বলুন তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা [আপন সত্তা ও বৈশিষ্ট্যে] একক, আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ

তিনি জনকও নহেন এবং জাতকও নহেন, আর না



لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

কেহ তাঁহার সমতুল্য আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ

আপনি বলুন, আমি প্রভাতপালনকর্তার আশ্রয় লইতেছি সমস্ত সৃষ্টির অপকারীতা

مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝

হইতে, আর অন্ধকার রাত্রির অপকারিতা হইতে যখন [উহা] আসিয়া উপস্থিত হয় আর [যাদু মন্ত্র তাগার]

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَ

গ্রন্থি সমূহের উপর পড়িয়া পড়িয়া ফুকারকারীনীদের অপকারিতা হইতে

مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

এবং হিংসুকদের অপকারীতা হইতে যখন সে হিংসা করিতে থাকে।

## দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইবার ওযীফা

হযরত তালক (রাঃ) বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত আবুদ দারদা ছাহাবী (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন যে, আপনার বাড়ী অগ্নিকাণ্ডে জ্বলিয়া গিয়াছে। সংবাদ শ্রবণ করিয়া হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) বলিলেন; না, জ্বলে নাই। অতঃপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি আসিয়াও একই খবর দিলেন। এইবারও তিনি বলিলেন, না, জ্বলে নাই। অতঃপর তৃতীয় এক ব্যক্তি আসিয়া অনুরূপ খবর দিলেন। হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) বলিলেন, না, জ্বলিতে পারে না। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া বলিলেনঃ হে আবুদ দারদা (রাঃ)! ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ড চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আপনার বাড়ীর সীমায় পৌঁছিয়াই উহা নিভিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেনঃ আমার ইহা জানা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো এইরূপ করিবেন না (যে, আমার বাড়ী ঘর জ্বলিয়া যাইবে)। কেননা আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, " যে ব্যক্তি ফজরের সময় এই দোয়া পাঠ করিবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার উপর কোন বালা মসীবত নাযিল হইবে না।" আমি অদ্য সকালে এই দোয়াসমূহ পাঠ করিয়াছিলাম এই জন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে, আমার বাড়ীঘর জ্বলিবে না। উক্ত দোয়া সমূহ এই-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ

আয় মহান আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। আমি আপনার



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰ

আপনি বলুন, আমি মানুষজাতির প্রতিপালকের মানুষের অধিপতির

النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

সমস্ত মানুষের মাবুদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি কুমন্ত্রণাদানকারী

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝

পশ্চাদপসরণকারীর [অর্থাৎ শয়তানের] অপকারিতা হইতে যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে মানব জাতির অন্তর

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۝ ع

সমূহে চাই সে (কুমন্ত্রণা প্রদানকারী) জ্বিন হউক অথবা মানুষ হউক।

ہر بلا اور ہر مصیبت سے مجھے
کر حفاظت اے خداوندا مجھے

آگے پیچھے ہر طرف سے اے خدا
ہر بلا سے تو نگہباں رہ مرا

تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

উপরই ভরসা করি আর আপনি সম্মানিত আরশের রব্ব (সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা)।

مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হইয়া থাকে আর যাহা ইচ্ছা না করেন তাহা হয় না।

وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও কোন ক্ষমতা ও শক্তি নাই।

اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

জানিয়া রাখুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন।

وَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

আর আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী, সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুকে পরিবেষ্টিত।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

আয় আল্লাহ তা'আলা! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাইতেছি আমার নফছের অনিষ্ট হইতে



وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

এবং সকল প্রকার জীবজন্তুর অনিষ্ট হইতে আপনিই সকল (অনিষ্টকারী) জীবজন্তুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা,

اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে রহিয়াছেন।

## মুনজিয়াত

আল্লামা ইবন সীরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক পরীক্ষিত যে, বালা মুসীবত ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত করণার্থে এই সাতখানি পবিত্র আয়াত যাহা মুনজিয়াত নামে খ্যাত, উহা অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পবিত্র আয়াত সাতখানি এইঃ

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا

১। আপনি বলুন আমাদের উপর কোন বিপদ সমাগত হইতে পারে না, কিন্তু যাহা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

هُوَ مَوْلٰىنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ①

তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর সকল মুসলমানদের উচিৎ আপন সমস্ত কর্ম আল্লাহর প্রতিই সমর্পণ করিয়া রাখা।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا

২। আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে ফেলেন, তবে তিনি ব্যতীত কেহই উহার মোচনকারী নাই।

هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ يُصِيْبُ

আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন শান্তি পৌছাইতে চান, তবে তাঁহার অনুগ্রহকে অপসারণকারী কেহই নাই,

بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ②

বরং আপন বান্দাগণের মধ্যে যাহার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেন আপন অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়াবান।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ

৩। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন (জীবিকা ভোগী) প্রাণী নাই যাহার জীবিকার দায়িত্ব

رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

আল্লাহর যিম্মায় নাই এবং তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থিতি ও ক্ষণস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত আছেন,



كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ③

সবকিছু কিতাবে মুবীনে(অর্থাৎ লৌহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ) রহিয়াছে।

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا

৪। আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করিয়া লইয়াছি, যিনি আমারও মালিক তোমাদেরও মালিক,

مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ

ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রহিয়াছে উহাদের সকলের ঝুঁটি তিনি ধারন করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয়ই

رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ④

আমার প্রভু সরল পথের উপর বিদ্যমান।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ

৫। আর বহু জীব এমন আছে যাহারা নিজেদের জীবিকা সংগ্রহ করিয়া রাখে না,

يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑤

আল্লাহ্‌ই উহাদিগকে জীবিকা পৌছান এবং তোমাদিগকেও এবং তিনি সব কিছু শুনেন।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ

৬। আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত (বৃষ্টিপাত ইত্যাদি) খুলিয়া দেন বস্তুতঃ উহা অবরোধকারী কেহ নাই,

لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ

আর যাহা তিনি বন্ধ করিয়া দেন, অনন্তর উহার (বন্দ করার) পর কেহই উহার

بَعْدِهٖ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑥

প্রবর্তনকারী নাই, আর তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

৭। আপনি যদি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, আসমান জীমন কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۭ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ

তখন তাহারা ইহাই বলিবে, আল্লাহ তা'আলা। আপনি বলুন, তবে বল দেখি আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা

دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

যেই সকল উপাস্যদেরকে পুজিতেছ আল্লাহ যদি আমাকে কোন কষ্ট দিতে চাহেন তাহারা কি



كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ

আল্লাহ প্রদত্ত সেই কষ্ট অপসারিত করিতে পারিবে? অথবা আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করিতে চাহিলে

مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۭ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۭ عَلَيْهِ

এই উপাস্যরা কি তাঁহার সেই অনুগ্রহ রোধ করিতে পারিবে? আপনি বলুন আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ⑦

তাঁহার উপরই ভরসাকারীগণ ভরসা করেন।

## মনযিলের শেষে এই দু'আ রহিয়াছে

হে করুণাময় আল্লাহ! আপনি ইহার ছাওয়াব প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারকে, তাঁহার ওছিলায় তাঁহার বংশধরগণ, আহলে বায়ত কিরাম, আযওয়াজে মুতাহ্হিরাত, ছাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম, তাবেয়ীন-তাবে তাবেয়ীন, শুহাদায়ে কিরাম, আওলিয়ায়ে ইজাম এবং সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাগণের রূহের উপর পৌছাইয়া দিন। আর সকল প্রকাশক, অনুবাদক ও সাহায্যকারীগণের উপর আপনার পূর্ণ রহমত বর্ষণ করুন। আমীন!

نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ

করিয়াছেন। আর ঐ সকল মন্দ বিষয় হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি যাহা হইতে আপনার মনোনীত

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। আপনারই নিকট

الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ

সাহায্য চাইতেছি এবং সকল অভাব আপনার পক্ষ হইতেই পূর্ণ হয়। আর গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিবার শক্তি এবং নিয়মানুবর্তীতার সহিত নেককর্ম করিবার

وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

তাওফীক তথা সামর্থ একমাত্র আপনার পক্ষ হইতেই প্রদত্ত হয়।

—সমাপ্ত—



## মানবীয় দয়ার্দ্রতার পৃষ্ঠপোষক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ এবং প্রমাণিত দু'আসমূহ

**হযরত আবু ইমামা** রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমাদিগকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অধিক সংখ্যক দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন যাহা আমাদের পক্ষে স্মরণ রাখা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে আমরা আরয করিলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাদিগকে অনেক দু'আ তালীম দিয়াছেন। কিন্তু আমরা সবগুলি স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করিতে পারি নাই। তখন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আচ্ছা, আমি তোমাদিগকে এমন একটি বিষয় (দু'আ) বলিয়া দিতেছি, যাহার মধ্যে ঐ সকল দুআ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তোমরা এই দু'আ খানি পাঠ করিওঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'আলা! আমরা আপনার নিকট ঐ সকল কল্যাণের প্রার্থনা করিতেছি

نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

যাহা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা